বাংলাদেশ দূতাবাস
আঙ্কারা, তুরস্ক

বাংলাদেশ দূতাবাস আঙ্কারা কর্তৃক বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব এর ৯১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

০৮ আগষ্ট ২০২১/আংকারা ঃ আজ তুরস্কের আংকারাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব এর ৯১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। কোভিড-১৯ বিবেচনায় জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানটি জুম এ্যাপসের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি উদ্‌যাপন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত বাণী পাঠ করেন মান্যবর রাষ্ট্রদূত মস্‌য়ূদ মান্নান এনডিসি এবং ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী-এর বাণী পাঠ করেন মিনিস্টার ও মিশন উপ-প্রধান জনাব মোঃ রইস হাসান সরোয়ার। বাণী পাঠের পর মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব এর উপর নির্মিত ভিডিও প্রদর্শন করা হয়।

বঙ্গমাতার ৯১তম জন্মবার্ষিকীর প্রতিপাদ্য বিষয় "বঙ্গমাতা সংকটে সংগ্রামে নির্ভীক সহযাত্রী" উপর ভিত্তি করে তাঁর কর্মময় জীবন ও বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে তাঁর অবদানের উপর স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের অধ্যাপক ও প্রাক্তন উপ-উপাচার্য প্রফেসর নাসরিন আহমেদ, এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি প্রফেসর মাহফুজা খানম, প্রাক্তন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ও বর্তমান সংসদ সদস্য মিজ মেহের আফরোজ চুমকি এবং বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদের সভাপতি ডঃ মাকদুমা নারগিছ। আলোচনাকালে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব এবং বঙ্গবন্ধূর পরিবারের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তাগন তাদের আবেগ ও অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন।

বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসার অবদান ও আত্মত্যাগের কথা এবং বঙ্গবন্ধু পরিবারের গৌরবময় জীবন তাদের আলোচনায় ফুটে উঠে। সকলে মহিয়সী বঙ্গমাতাকে বঙ্গবন্ধুর যোগ্য সহধর্মিনী ও সঠিক পরামর্শদাতা হিসেবে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বঙ্গমাতা ফাস্ট লেডির মর্যাদা ভোগ না করে অতি সাধারণ জীবন-যাপন এবং মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত ও দুস্থঃ বাঙ্গালী নারীদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। অনুষ্ঠানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং সকল মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গী শহীদদের স্মরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে রাষ্ট্রদূতের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পবিত্র কুরআন থেকে তিলওয়াত করে শুনান এবং বঙ্গমাতা ও বঙ্গবন্ধু পরিবার ও স্বাধীনতা যুদ্ধের সকল শহীদ এর আত্মার মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় বিশেষ মোনাজাত করেন। পরিশেষে রাষ্ট্রদূত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনকারী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করেন।

==========

Embassy of the People's Republic of Bangladesh ★ Ankara ★